শায়খুল হাদীস যাকারিয়া, আশেকে এলাহী মিরাঠী
আকবর শাহ বুখারী, আবদুর রশিদ আরশাদ

আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ জীবন ও অবদান

সংকলন
মাওলানা ইবরাহিম খলিল
জামিয়াতুল আবরার, মাতুয়াইল, ঢাকা

আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ : জীবন ও অবদান

লেখক	শায়খুল হাদীস যাকারিয়া, আশেকে এলাহী মিরাঠী আকবর শাহ বুখারী, আবদুর রশিদ আরশাদ
সংকলক	মাওলানা ইবরাহিম খলিল
প্রকাশকাল	সেপ্টেম্বর, ২০২০
সর্বস্বত্ব	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
বানান ও ভাষারীতি	মুশতাক আহমাদ
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস ৪/১, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	রাহনুমা প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯
অনলাইন পরিবেশক	www.rokomari.com/rahnuma www.wafilife.com

মূল্য : ৫৬০.০০ (পাঁচশ ষাট টাকা মাত্র)

AKABIRE OLAMAYE DEWBAND : JIBON O OBODAN
by : Mawlana Ibrahim Khalil, Published by : Rahnuma Prokashoni
Price: Tk. 560.00, US $ 15.00 only.

ISBN : 978-984-93856-3-9
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
web : www.rahnumabd.com

অর্পণ

আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের জীবন্ত নমুনা
মুহিউস সুন্নাহ আল্লামা
মাহ্মূদুল হাসান সাহেব (দা.বা.)-এর
দস্ত মোবারকে।

কিছু কথা

উর্দু ভাষায় আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ নিয়ে রচিত হয়েছে বহু গ্রন্থ। একক জীবনীগ্রন্থ যেমন রচিত হয়েছে, তেমনই বহুজনকে নিয়ে রচিত হয়েছে জীবনীসমগ্র। বিখ্যাত অনেক লেখক এ বিষয়ে কলম ধরেছেন; সেসব লেখায় পাওয়া যায় আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের পূর্ণ জীবনচিত্র।

বাংলা ভাষায় আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দ নিয়ে যেসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে এর বেশিরভাগই অনুবাদ। মৌলিক কাজ যে হয়নি তা নয়, তবে খুবই অপ্রতুল। এর কোনোটা এতই বিশদ যে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। আবার কোনোটা এত সংক্ষিপ্ত—জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক দিকই বাদ পড়ে যায়।

উর্দু ভাষায় রচিত কালজয়ী গ্রন্থগুলো সামনে রেখে একটি প্রামাণিক ও মধ্যম স্তরের জীবনীগ্রন্থ রচনা করাই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। তাতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি যেমন ঘটবে না, তেমনই তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব দিকও সামনে আসবে।

গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে উর্দু ভাষার বহু মৌলিক ও প্রামাণিক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জিতে দৃষ্টি দিলে যে কারো চোখে তা প্রতিভাত হবে। এজন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে, বহু জায়গায় যেতে হয়েছে। বহু জনের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে অসংখ্য বইপত্র। সবিশেষ রাহনুমা প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রদ্ধেয় মাহমুদুল ইসলাম ভাইয়ের শুকরিয়া জানাই। তিনি প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠা ফটোকপি করে দিয়ে উদারচিত্তের পরিচয় দিয়েছেন। আবার ঢাকার এক বিখ্যাত মাদরাসার কুতুবখানা থেকে প্রাচীন মূল্যবান গ্রন্থ *বিস বড়ে মুসলমান* সংগ্রহ করে দিয়েছেন। সহযোগিতা করেছেন বহু বইপত্র দিয়েও। সেজন্য তাকে জানাই অশেষ শুকরিয়া, জাযাহুল্লাহু খাইরান।

গ্রন্থটি নির্দিষ্ট কোনো বইয়ের অনুবাদ নয়, আবার অনুবাদ হলেও হুবহু নয়। কারণ, উর্দু ভাষার স্বভাবধর্ম বিশদায়ন আর বাংলাভাষা কিছুটা সংক্ষেপ-প্রবণ। তাই আমি স্বাধীনভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। সেজন্য বিষয়কে প্রয়োজনে সংক্ষেপ করেছি, কোথাও গুরুত্বহীন তথ্য বাদ দিয়েছি, কোথাও-বা বিষয়কে পূর্ণতাদানের চেষ্টা করেছি অন্যান্য গ্রন্থ থেকে। তবে বিষয়বিন্যাসে সচেষ্ট থেকেছি সামঞ্জস্য বজায় রাখতে। আকাবিরের ওইসব ঘটনার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছি যেগুলো প্রেরণাদায়ক ও চেতনা উদ্দীপক।

ভাষা দুটির স্বভাবরুচি যেহেতু ভিন্ন, তাই প্রতিটি বাক্য আমাকে গড়তে হয়েছে সযত্ন প্রয়াসে। ফলে লেখায় অনুবাদের ঘ্রাণ পাঠক কমই পাবেন। লেখাকে

সাবলীল ও প্রাঞ্জল করে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। এক্ষেত্রে কতটুকু সফল হয়েছি পাঠকই ভালো বলতে পারবেন।

তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে যদিও বহু স্থানে *বিস বড়ে মুসলমান* গ্রন্থটির নাম নিয়েছি, তবে তথ্য-উপাত্ত যাচাই করেছি আরো বহু গ্রন্থ থেকে। অবশেষে প্রামাণিক ও নির্ভরযোগ্য হওয়ায় আলোচ্য গ্রন্থটির হাওয়ালা দিয়েছি। অন্যথায় বহু জায়গায় অন্যান্য গ্রন্থেরও হাওয়ালা দেওয়া যেত।

আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের প্রতি আমার গভীর অনুরাগ। আমি প্রায়ই তাদের জীবনী পড়ি। সেখানে খুঁজে পাই ইলমের প্রতি অনন্ত আকর্ষণ, আমলের অন্তহীন প্রেরণা এবং সুস্থ দীনী রুচিবোধ। মূলত তাদের জীবন ছিল বিপুল কর্মময়; ইলম-আমলে ভাস্বর ও তাকওয়া-তাহারাতে উজ্জ্বল। আবার দাওয়াত-তাবলীগ ও আন্দোলন-সংগ্রামে চির গৌরবময়। তাদের বহুমুখী কর্মময় জীবনের জীবন্ত দৃষ্টান্ত যদি থাকে আমাদের সামনে নিশ্চয়ই আমরা উদ্বুদ্ধ হবো।

মানুষ আসলে জীবন্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চায়; নিকট অতীতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দূর অতীত মানুষকে অতটা উজ্জীবিত করে না, নিকট অতীত যতটা করে।

আমাদের আকাবিরগণও কাটিয়েছেন ছাত্রজীবন। কেমন ছিল তাদের ইলম-পিপাসা? কীভাবে তারা পড়াশোনা করেছেন? কীরকম মেহনত-মোজাহাদা করেছেন? জীবনের হাজারো প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে কীভাবে আলেম হয়েছেন? বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সেসব তথ্য তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

তারাও কাটিয়েছেন পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, কর্মজীবন ও সংগ্রামী জীবন। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন তাদের কেমন ছিল? তারা কীভাবে কাটিয়েছেন কর্মজীবন ও সংগ্রামী জীবন? পরিবারে কতটুকু সময় দিতেন, সামাজিক কাজে কতটুকু অংশগ্রহণ করতেন, দেশ ও জাতি নির্মাণে কী ছিল তাদের অবদান? গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বিবৃত হয়েছে এসব প্রশ্নের উত্তর।

সবকের ব্যস্ততায় বইটির সম্পাদনার অনেকটা কাজ হয়েছে শেষ রাতে। শীতের রাতে কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রতিদিন চলেছে সম্পাদনা। শেষ রাতের অফুরন্ত রহমত ও অশেষ বরকতে আল্লাহ পাক যেন বইটিকে কবুল ও মঞ্জুর করেন। আমীন।

ইবরাহিম খলিল
৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ঈসায়ী।

সূচিপত্র

সাইয়েদুত তায়েফা
হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.———৯

হুজ্জাতুল ইসলাম
মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.———২৬

কুতুবুল ইরশাদ
মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ.———৬৮

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী রহ.———১১৮

শায়খুল হিন্দ
মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী———১৩৬

হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী রহ.———১৭৪

হযরত মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী———১৯৫

হযরত মাওলানা মুফতী আযিযুর রহমান উসমানী রহ.———২২০

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.———২২৮

মুহাদ্দিসুল আসর
আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.———২৮২

শায়খুল ইসলাম
আল্লামা শিব্বির আহমদ উসমানী রহ.———৩১৮

হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়েতুল্লাহ দেহলভী রহ.———৩৪৫

শায়খুল ইসলাম
আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.——৩৮৭
পাকিস্তানের মুফতী আযম
মাওলানা মুহাম্মদ শফী রহ.——৪২৯
শায়খুল হাদীস
মাওলানা মুহাম্মদ ইদরিস কান্ধলভী রহ.——৪৫১

সাইয়েদুত তায়েফা হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.

জন্ম ও বংশ

শায়খুল মাশায়েখ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী বংশীয় দিক থেকে ছিলেন ফারুকী। তাঁর পিতার নাম হাফেজ আমিন। বাদশা আওরঙ্গজেবের আমল থেকে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব পর্যন্ত তারা থানাভবনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। প্রধান বিচারপতিও ছিলেন এই বংশের। তাদের সর্বশেষ ব্যক্তি কাজী এনায়েত আলী খান ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে শামেলীতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হয়, এমনকি পুরো বংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

তাঁর সম্মানিত মাতা ছিলেন শায়েখ আলী মুহাম্মদ সিদ্দিকী নানুতবীর মেয়ে। মাওলানা কাসেম নানুতবীর খান্দানের। তিনি নানার বাড়ি নানুতায় ২ সফর ১২৩৩ হিজরী মোতাবেক ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা তাঁর নাম রাখেন এমদাদ হোসাইন। তাঁর ঐতিহাসিক নাম জাফর আহমদ। তবে শাহ আবদুল আযিযের দৌহিত্র শাহ ইসহাক রহ. তাঁর নাম রাখেন এমদাদুল্লাহ। পরে এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হন।[১]

শিক্ষাদীক্ষা

তাঁর আম্মাজান তাকে খুবই ভালোবাসতেন। এই ভালোবাসা ও আদর-সোহাগের কারণে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। মাত্র সাত বছর বয়সে তার আম্মাজান ইন্তেকাল করেন। তখন তিনি অসিয়ত করে যান, কেউ যেন আমার ছেলের গায়ে হাত না তোলে। অসিয়তের ব্যাপারে এতই কড়াকড়ি করা হয়, তার শিক্ষার দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়নি। পরে তিনি

---

১. *বিস বড়ে মুসলমান : ৮৫*

নিজেই শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন এবং নিজ আগ্রহে কুরআন হেফজ শুরু করেন। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে পারেননি। পরে উস্তাযুল আসাতেযা মাওলানা মামলুক আলী নানুতবী তাঁকে নিজের সঙ্গে দিল্লি নিয়ে যান। তিনি ছিলেন তাঁর আত্মীয় এবং দিল্লি কলেজের প্রফেসর।

শামায়েলে এমদাদিয়াতে আছে, ষোলো বছর বয়সে তিনি মাওলানা মামলুক আলী নানুতবীর সঙ্গে দিল্লি চলে যান। তখন সামান্য ফারসী শেখেন। নাহু-সরফ পড়েন সমকালীন উস্তাদগণের নিকট। মাওলানা রহমত আলী থানভীর নিকট *তাকমিলুল ঈমান* এবং শায়েখ আবদুল হক দেহলভীর নিকট কেরাত পড়েন। পরে গায়বী ইশারায় নববী কালামের স্বাদ গ্রহণের জন্য *মেশকাত শরীফের* এক-চতুর্থাংশ পড়েন মাওলানা কলন্দর মুহাদ্দিসে জালালাবাদীর নিকট। *হিসনে হাসিন* ও ইমাম আবু হানিফার *ফিকহে আকবর* পড়েন মাওলানা আবদুর রহীম নানুতবীর কাছে। তাঁরা ছিলেন মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলভীর অন্যতম শাগরেদ। আর মুফতী এলাহী বখশ ছিলেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর শাগরেদ। *মসনবীয়ে মাওলানা রুমী* পড়েন শায়েখ আবদুর রাযযাক সাহেবের নিকট। কিতাবটির সঙ্গে ছিল তার আজীবনের অন্তরঙ্গতা।[১]

বায়আত ও খেলাফত

তৎকালে দিল্লি ছিল উলামা-মাশায়েখের প্রাণকেন্দ্র। মাওলানা নাসিরুদ্দীন দেহলভী ছিলেন তরিকায়ে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ার গদিনশীন। দিল্লিতে অবস্থানকালে হাজী সাহেব তার প্রতি অনুরক্ত হন এবং তার মুরিদ হয়ে যান। তখন তার বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। সেখানে থেকে তরিকায়ে নকশবন্দিয়ার যিকির-আজকার শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে খেলাফত ও খেরকা লাভে ধন্য হন।

পরে হাজী সাহেব একদিন স্বপ্নে দেখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস সাজানো। তিনি মজলিসে উপস্থিত হতে চাচ্ছেন, কিন্তু অত্যধিক আদবের কারণে পারছেন না। হঠাৎ তার পিতামহ হাফেজ বালাকী তাশরীফ আনেন এবং হাত ধরে তাকে মজলিসে নববীতে নিয়ে

---

১. *বিস বড়ে মুসলমান : ৮৭*

যান। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত মিয়াজী নুর মুহাম্মদ জাঞ্জানবীর হাতে তুলে দেন।

হাজী সাহেব বলেন, জাগ্রত হয়ে আমি খুব পেরেশান ছিলাম। জাঞ্জানা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। কয়েক বছর এভাবে কাটে। অবশেষে মাওলানা কলন্দর মুহাদ্দিসে জালালাবাদীর মাধ্যমে মিয়াজীর খেদমতে উপস্থিত হই। প্রথম দর্শনেই চিনে ফেলি—স্বপ্নে এ চেহারাই দেখেছি। আমাকে দেখে মিয়াজী বলেন, স্বপ্নের ওপর পূর্ণ আস্থা আছে তো? এটা ছিল হযরতের প্রথম কারামত। ফলে আমার মন পূর্ণরূপে তাঁর দিকে ধাবিত হয়।[১]

কিছুদিনের মধ্যে তিনি শায়েখের খেলাফত লাভে ধন্য হন। শায়েখ খেলাফত দিয়ে পরীক্ষাস্বরূপ জিজ্ঞাসা করেন—কী চাও, তাসখীর না কিমিয়া? এমন কঠিন পরীক্ষা দেখে হাজী সাহেব কেঁদে ফেলেন। পরে বলেন, শুধু মাহবুবে হাকিকীকে চাই, পার্থিব কিছু নয়। এ কথা শুনে শায়েখ অত্যন্ত খুশি হন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে দোয়া দেন।

১২৬৯ হিজরীতে শায়েখ মিয়াজী ইন্তেকাল করেন। এরপর হাজী সাহেবের মাঝে অন্যরকম প্রবণতা দেখা দেয়। লোকালয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যায়। তিনি তখন জনবসতি থেকে দূরে চলে যান এবং পাঞ্জাবের মরুভূমিতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। সুন্নতে নববীর অনুসরণে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অভ্যস্ত হতে শুরু করেন। অনেক সময় সাত-আট দিন চলে যেত মুখে একটা দানাও দিতেন না। একবার নিতান্ত অপারগ হয়ে একজনের কাছে ঋণ চান। থাকা সত্ত্বেও তিনি দিতে অস্বীকার করেন। ফলে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পান। পরে অবশ্য নিজেকে শুধরে নেন। ভাবেন, এটা আল্লাহর পরীক্ষা। ফলে মনের গ্লানি দূর হয়ে যায়। ছয় মাস সেখানে থেকে অবশেষে হারামাইনের যিয়ারতে চলে যান।[২]

যিয়ারতে নববীর শওক

১২৬০ হিজরীতে স্বপ্নে দেখেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তলব করছেন। রাসূলের যিয়ারতের আগ্রহে রাহাখরচেরও

১. *বিস বড়ে মুসলমান* : ৮৭

২. *তারিখে মাশায়েখে চিশত* : ২৫১

বন্দোবস্ত করতে পারেননি, রওনা হয়ে যান। জানতে পেরে ভাইজান খরচ পাঠিয়ে দেন। ৫ জিলহজ জাহাজ জেদ্দা বন্দরে নোঙর করে। তিনি জাহাজ থেকে নেমে সোজা আরাফায় চলে যান। হজ আদায় করে শাহ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলভীর খেদমতে উপস্থিত হন এবং ফুয়ুয ও বারাকাত হাসিল করেন। পরে মদীনা শরীফে রওযায়ে আতহারে হাজির হন এবং হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করেন।[১]

মুরিদান ও খেলাফত প্রদান

হজ থেকে ফিরলে লোকসমাগম বাড়তে থাকে। অনেকে তাঁর হাতে বায়আতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি কোনোভাবেই রাজি হননি। পরে হাফেজ যামেন সাহেবের অনুরোধে বায়আত শুরু করেন, যিনি ছিলেন তার পীরভাই। আলেমদের মাঝে সর্বপ্রথম বায়আত হন মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী। সাধারণ মানুষ ছাড়াও বিদগ্ধ অনেক আলেম তার হাতে বায়আত হন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী, মাওলানা আহমদ হাসান কানপুরী, মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন এলাহাবাদী, মৌলবী আহমদ গাজিপুরী, মৌলবী মুহিউদ্দীন মিশরী, মৌলবী হাফেজ ইউসুফ থানভী, হাকীম জিয়াউদ্দীন রামপুরী, নবাব মৌলবী মুহিউদ্দীন খান মুরাদাবাদী, মৌলবী মুহাম্মদ শফী, মাওলানা ফয়জুল হাসান সাহারানপুরী, মাওলানা সাইয়েদ ফিদা হোসাইন রেজবী, মাওলানা মুহাম্মদ আফজাল বেলায়েতী, মাওলানা আবদুস সামী বিদল রামপুরী, মাওলানা মুফতী লুতফুল্লাহ আলীগড়ী, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী ও মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী প্রমুখ।[২]

তিনি ছিলেন ইলমে ওয়াহাবী প্রাপ্ত

হযরত হাজী সাহেব নিয়মতান্ত্রিক আলেম ছিলেন না, কিন্তু ইশকে এলাহী তাঁর সিনা খুলে দেয়। নবীদের মতো তাঁর ইলম ছিল ওয়াহাবী তথা

---

১. *সাওয়ানেহে মিয়াজি নূর মুহাম্মদ জাঞ্জানবী* : ৯০
২. *বিস বড়ে মুসলমান* : ৯৪